দৈনিক জনকণ্ঠ

APR. 05 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জন ডি কস্তা–অপ্রকাশিত এক পাণ্ডুলিপি

হাতে বেশ কয়েকটি ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি। ময়লার আস্তরণ পড়ে কিছু কিছু ছিড়ে গেছে। প্রায় ৭০ বছরের সাধনা ও গবেষণার ফসল এসব পাণ্ডুলিপি। যেখানেই যান এসব পাণ্ডুলিপি সাথে বয়ে নিয়ে যান। সবাইকে দেখান তবে কারও কাছ থেকে কোনই সহানুভূতি পান না। অপ্রকাশিত এই

লেখকের নাম, 'জন ডি কস্তা'। খ্রীস্টান ক্যাথলিক। বয়স ৯০। মুখে দাঁত নেই। চোখ-মুখ বসে গেছে। বয়সের ভারে বিবর্ণ শরীর। স্মার্ট, অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলেন। কাউকে দেখলেই কথা বলতে চান। গল্প করেন তাঁর অতীত নিয়ে। ছোট বেলা থেকেই লেখালেখি করেন। মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে ভাবেন এবং তাঁর লেখায় তা ফুটিয়ে তোলেন। এ পর্যন্ত তাঁর পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ৩৮। সবই অপ্রকাশিত। দীর্ঘদিন ধরে এসব পাণ্ডুলিপি বুকে লালন করছেন। বই প্রকাশ করার মতো তাঁর সুযোগ ও টাকা কোনটাই নেই।

জন ডি কস্তার জন্ম গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জের রাঙামাটিয়া গ্রামে ১৯১৪ সালের ৭ জানুয়ারি। নিজ গ্রামে ব্যাপটিস্ট মিশনে লেখাপড়ার হাতে খড়ি। দরিদ্র পরিবারে জন্ম হওয়ায় কোন সুযোগসুবিধা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারেননি। ১৯৪০ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন লাভ করেন। নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় এ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন। তিনি শৈশব থেকেই দেশ মাতৃকার কথা ভাবতেন। সে ভাবনা থেকেই ১৯৪০ সালে মিলিটারিতে যোগদেন। তাঁর প্রথম পোস্টিং হয় কলকাতার বোমা তৈরির কারখানায়। পরবর্তীতে তাঁকে বদলি করা হয় ইসাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে। সেখানে তিনি শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ায় নতুন চাকরিতে যোগ দেন ১৯৪৬ সালের ৩০ মার্চ ডাক বিভাগে। ১৯৭৯ সালে তিনি ডাক বিভাগের চাকরি থেকে অবসর নেন। মাঝে বেশ কিছু সময় কালিগঞ্জের তুমুলিয়া মিশনারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি কলকাতা জেনারেল লাইব্রেরিতে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন একসময়।

সংসারের প্রথম জীবনে আর্থিক দৈন্যদশায় স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। পরবর্তীতে আবার ঘর বাঁধেন। ক্ষুধা, যন্ত্রণা, আর্থিক কষ্ট, মানসিক অতৃপ্তি, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের এই জীবন নিয়ে তাঁর দীর্ঘশ্বাস–জীবন আর কতদূর।

মেজবাহ উদ্দিন তুহিন